



129635 - বয়িরে ক্শতেরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে আদর্শ

---

প্রশ্ন

বয়িরে ক্শতেরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে আদর্শ কি ছিলি (মোহরানা, বয়িরে অনুষ্ঠান, ওয়ালমি...)? আশা করি বসিতারতি জানাবনে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

বয়িরে ক্শতেরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে আদর্শ ছিলি সহজ করার প্রতি উদ্ভুদ্ধ করা। বয়িরে ঘোষণা দয়া ও বয়িরে খবর প্রচার করা। খুশি ও আনন্দ প্রকাশ করা। ওয়ালমি বা বটোভাতরে আয়োজন করা ও দাওয়াত দয়া। দাওয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকে উপস্থিতি হওয়ার নরিদশে দয়া হয়েছে। এমনকি কেউ রযো থাকলে তবুও তিনি হায়রি হয়ে মিন্ত্রণকারীর জন্য দয়া করবনে; তবে খাবার গ্রহণ করা অপরহির্ষ নয়।

এরপর স্বামী-স্ত্রী সংভাবে সংসার করবে এবং সদভাবে সংসার করার যাবতীয় উপকরণ গ্রহণ করবে।

সংক্ষিপ্তভাবে এটাই নবীজরি আদর্শ; এবার বসিতারতি আলোচনায় আসুন:

এক: মোহরানা সাধ্যরে মধ্যে হওয়া

বাইহাকী (১৪৭২১) বর্ণনা করনে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “সর্বোত্তম মোহরানা হচ্ছে- সহজসাধ্য মোহরানা”। একই হাদিস আবু দাউদ (২১১৭) বর্ণনা করছেন এ ভাষায়: “সর্বোত্তম বিবাহ হচ্ছে- সহজসাধ্য মোহরানা”[আলবানী হাদিসটিকে সহি আখ্যায়তি করছেন]

আউনুল মাবুদ গ্রন্থে বলা হয়েছে-

أيسره শব্দরে অর্থ হচ্ছে- মোহরানা ও অন্যান্য খরচ কমানো, যাত করে পুরুষরে জন্য সহজসাধ্য হয়। আল্লামা শাইখ আল-আযযি বলনে: “মোহরানার পরিমাণ কম হওয়া কথিবা এমন হওয়া যাত করে পাত্ররে জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করা সহজ হয়”[সমাপ্ত]



ইমাম আহমাদ (২৩৯৫৭) ও ইবনে হিব্বান (৪০৯৫) আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “কনরে বরকতরে আলামত হচ্ছ-ে বয়রে প্ৰস্ৰ্তাবনা সহজ হওয়া, মোহরানা সহজসাধ্য হওয়া এবং গ্ৰ্ভ ধারণ সহজ হওয়া।”[‘সহহুল জামে’ (২২৩৫) গ্ৰন্থে আলবানী হাদসিটকি সহহি আখ্যায়তি করছেন]

সুনানে তরিমযি গ্ৰন্থে (১১১৪) ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণতি হয়ছে যে, তিনি বলেন: “সাবধান, তোমরা নারীদরে মোহরানা নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে না। যদি মোহরানা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা দুনিয়াতে সম্মানের বিষয় হত কথিবা আল্লাহর কাছ তাকওয়া হত তাহলে তোমাদরে নবী তা করতনে। আমার জানামতে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে নারীদরেকে বয়ি করছেন কথিবা তাঁর ময়েদেরকে বয়ি দয়িছেন তাদরে কারণে মোহরানা ১২ উকয়ির বশে ছিল না।[আলবানী হাদসিটকি সহহিত তরিমযি গ্ৰন্থে ‘সহহি’ আখ্যায়তি করছেন]

এক উকয়ি হচ্ছ-ে ৪০ দরিহাম। গ্ৰামরে হিসাবে দরিহামরে ওজন হচ্ছ-ে ২.৯৭৫ গ্ৰাম।

দুই: বয়রে ঘোষণা দয়ো

তরিমযি (১০৮৯) আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তোমরা এ বয়রে ঘোষণা দাও”[আলবানী তাঁর ‘ইরওয়াউল গালিলি’ গ্ৰন্থে (৭/৫০) হাদসিটকি ‘হাসান’ আখ্যায়তি করছেন]

নাসাঈ (৩৩৬৯) মুহাম্মদ বনি হাতবে (রাঃ) থেকে বর্ণনা করছেন যে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “হালাল ও হারামরে মাঝে ব্যবধান হচ্ছ-ে বয়িতে দফ বাজানো ও চটোমচে করা”[আলবানী হাদসিটকি ‘হাসান’ আখ্যায়তি করছেন]

বয়িতে দফ বাজানো নারীদরে জন্য খাস।

ইবনে হাজার তার ফাতহুল বারী গ্ৰন্থে বলেন: “মজবুত হাদসিগুলোতে দফ বাজানোর যে অনুমতি এসছে সটো নারীদরে জন্য খাস। এ অনুমোদনরে মধ্যে পুরুষরো অন্তর্ভুক্ত হবে না। যহেতে সাধারণভাবে পুরুষদেরকে নারীদরে সাথে সাদৃশ্য গ্ৰহণ করতে নষিধে করা হয়ছে”[সমাপ্ত]

তনি: ওয়ালমি বা বটোভাত

বয়রে ক্ষত্রে ওয়ালমির আয়োজন করা সুনতনে মুয়াক্কাদা। এটি বয়রে প্ৰচারণার অন্তর্ভুক্ত এবং আনন্দ ও খুশি প্ৰকাশ করার শামলি।

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণতি যে, আব্দুর রহমান বনি আউফ (রাঃ) যখন বয়ি করছেন তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন: “একটি ছাগল দয়ি হলেও তুমি ওয়ালমির আয়োজন কর”[সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমি]



মুসনাদে আহমাদরে হাদিসের কারণে কোন কোন আলমে ওয়ালমির আয়োজন করাকে ওয়াজবি বলেন। ইবনে বুরাইদা (রাঃ) তাঁর পতি থেকে বর্ণনা করেন যে, আলী (রাঃ) যখন ফাতমো (রাঃ) কে বয়রে প্রস্তাব দলিনে তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “বয়রে ক্ষতেরে ওয়ালমি বা ভোজানুষ্ঠান থাকতহে হবে।”[আলবানী তাঁর ‘আদাবুয ফিফাফ’ নামক গ্রন্থে (৭২) বলেন: হাদিসটির সনদ যমেনটি বলছেন ইবনে হাজার: কোন অসুবিধা নহে][সমাপ্ত]

ওয়ালমির দাওয়াত পলে উপস্থিতি হওয়া ওয়াজবি। তোমাদরে কাউকে যখন ওয়ালমির দাওয়াত দয়ো হয় তখন সে যেন সে দাওয়াতে যায়”[সহি বুখারী ও সহি মুসলমি]

ইবনে উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

আলমেগণ বলেন: বয়রে প্রথম দাওয়াত কবুল করা ওয়াজবি। অর্থাৎ প্রথম ওয়ালমির। যদি নিমিত্ত্রণকারী কিংবা তার প্রতিনিধি কিংবা কার্ড পাঠানোর মাধ্যমে ব্যক্তিকে সুরিদ্দষ্টিভাবে দাওয়াত দয়ো হয়। তবে শর্ত হচ্ছ- এ অনুষ্ঠানে যেন শরিয়ত গরহতি কোন কিছু না থাকে। আর যদি এ অনুষ্ঠানে শরিয়ত গরহতি কোন কিছু থাকে তাহলে এর হুকুম ব্যাখ্যাসাপক্ষে: যদি ব্যক্তি উপস্থিতি হয়ে এ গরহতি কাজে নষিধে করা সম্ভবপর হয় তাহলে এ ব্যক্তির জন্য উপস্থিতি হওয়া ওয়াজবি। আর যদি উপস্থিতি হয়ে এ গরহতি কাজে বাধা দয়ো সম্ভবপর না হয় তাহলে এ ব্যক্তির জন্য উপস্থিতি হওয়া নাজায়যে।[সমাপ্ত]

[লকিউল বাব আল-মাফতুহ (১৩/১৩৩)]

এছাড়া 22006 নং প্রশ্নোত্তরটি দেখা যতে পারে।

গোশত ছাড়াও ওয়ালমি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা বধৈ। সহি বুখারীর বর্ণনায় (৪২১৩) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বার ও মদনিার মাঝে তিনিদিন অবস্থান করছিলেন। এ সময় তিনি সাফয়্যাক (রাঃ) বয়রে করেন। আমি মুসলমানদের সকলকে তাঁর বয়রে ওয়ালমির দাওয়াত দলাম। সে ওয়ালমিতে রুটি বা গোশত কিছুই ছিল না। সে ওয়ালমিতে কিছুই ছিল না; শুধু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিাল (রাঃ) কে চামড়ার চাটাই বছিনোর নরিদশে দলিনে; চাটাই বছিনো হল। এরপর সে চাটাই এর ওপর খজুর, পনির ও ঘি ছটিয়ে দয়ো হল।”

চার:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শখোনো অভিনিন্দনের মাধ্যমে বরকে অভিনিন্দন জানানো মুস্তাহাব। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, যখন কটে বয়রে করত তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুভেচ্ছা জানাতনে ও তার জন্য দয়ো করতনে এই বলে: ‘বারাকাল্লাহু লাক, ওয়া বারাকা আলাইক, ওয়া জামাতা বাইনাকুমা ফিফাইর’ (অর্থ- আল্লাহ তোমাকে বরকত দনি, তোমার ওপর বরকত ঢলে দনি এবং তোমাদের দুইজনকে কল্যাণেরে ওপর একত্রতি



করুন)।[সুনানে আবু দাউদ (২১৩০) আলবানী হাদিসটিকে সহহি আখ্যায়তি করছেন]

পাঁচ: স্বামী যখন স্ত্রীর সাথে বাসর করবনে তখন নমিনোকৃত বিষয়গুলো পালন করা মুস্তাহাব:

- বাসর ঘরে স্ত্রীর সাথে কামেল আচরণ করা।

ইমাম আহমাদ (২৬৯২৫) আসমা বনিতা উমাইস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: আমি ছিলাম আয়শো (রাঃ) এর বান্ধবী। আমি আরও কিছু মহলিকাকে সাথে নিয়ে তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য প্রস্তুত করে দিয়েছি ও তাঁর ঘরে প্রবেশে করিয়ে দিয়েছি। আসমা বলেন: আল্লাহর শপথ, আমরা তাঁর ঘরে মহেমানদারি হিসেবে এক পয়োলা দুধ ছাড়া আর কিছু পাইনি: তিনি সে পয়োলা থেকে কিছুটা পান করলেন, এরপর আয়শোকে দলিলে। অল্পবয়সী ময়েটে লজ্জাবোধ করল। তখন আমরা বললাম: আল্লাহর রাসূলের হাত ফরিয়ে দিও না; গ্রহণ কর। তখন সে ইতস্তত করে হাতে নলি এবং সটো থেকে পান করল। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তোমার বান্ধবীদেরকে দাও। আমরা বললাম: আমাদের চাহিদা নেই। তিনি বললেন: তোমরা ক্షুধা ও মথিয়া দুটোকে একত্র করও না।[আলবানী ‘আদাবুয যফিফ’ গ্রন্থে (১৯) হাদিসটিকে ‘হাসান’ বলছেন]

- স্ত্রীর মাথায় হাত রাখতে তার জন্য দোয়া করা:

সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে (২১৬০) আমার বনি শুয়াইব থেকে তিনি তাঁর পতি থেকে তিনি তাঁর দাদা থেকে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: “তোমাদের কটে যখন কোন নারীকে বসিয়ে করে তখন সে যেনে স্ত্রীর মাথার অগ্রভাগ ধরে বলে: আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা খাইরাহা, খাইরা মা জাবালতাহা আলাইহি। ওয়া আউযু বকিা মনি শাররিহা, ওয়া শাররি মা জাবালতাহা আলাইহি (অর্থ- হে আল্লাহ! আমি তাঁর কল্যাণটুকু এবং যে কল্যাণেরে ওপর তাকে সৃষ্টি করছেন, অভ্যস্ত করছেন সটো প্রার্থনা করি। আর তার অনষ্টি থেকে ও যে অনষ্টিরে ওপর তাকে সৃষ্টি করছেন, অভ্যস্ত করছেন তা থেকে আশ্রয় চাই)।[আলবানী হাদিসটিকে ‘হাসান’ বলছেন]

- কোন কোন সলফে সালহীন স্বামী-স্ত্রী একত্রে দুই রাকাত নামায আদায় করাকে মুস্তাহাব গণ্য করছেন:

ইবনে আবী শাইবা (১৭১৫৬) শাকীক থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন: আব্দুল্লাহ বনি মাসউদের (রাঃ) কাছে এক লোক এসে বলল, আমি এক যুবতী ময়েকে বসিয়ে করছি। আমি আশংকা করছি- সে আমাকে অপছন্দ করবে। বর্ণনাকারী বলেন, আব্দুল্লাহ বললেন: মলি-মহব্বত আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। দূরত্ব ও ঘৃণা শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। আল্লাহ যা হালাল করছেন শয়তান সটোকে তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় করে তুলতে চায়। যখন সে তোমার কাছে আসবে তখন তাকে তোমার পছিন্দে দুই রাকাত নামায পড়ার নর্দিশে দবিরে।”[আলবানী ‘আদাবুয যফিফ’ গ্রন্থে (২৪) হাদিসটিকে সহহি বলছেন]

- স্বামী যখন স্ত্রী সহবাস করতে চাইবে তখন বলবে: ‘বসিমল্লাহ। আল্লাহুম্মা জান্নবিনাস শায়তান ওয়া জান্নবিসি



শায়তানা মা রাযাকতানা’। যহেতেু সহহি বুখারীতে (৩২৭১) ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেনে তিনি বলেন: “যখন তোমাদের কটে স্ত্রী সহবাস করতে চায় তখন যদি বলে, “বসিমিল্লাহ্। আল্লাহুম্মা জান্নবিনাশ শায়তান ও জান্নবিশি শায়তানা মা রাযাকতানা”(অর্থ- আল্লাহর নামে শুরু করছি। হে আল্লাহ, আমাদেরকে শয়তান হতে বাঁচান এবং আমাদেরকে যদি কোন সন্তান দেন তাকেও শয়তান হতে বাঁচান) এরপর যদি তাদের কোন সন্তান হয় তাহলে শয়তান সে সন্তানের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।”

সর্বশেষ উপদশে হচ্ছে সদভাবে সংসার করা। স্ত্রীর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা এবং স্ত্রীও স্বামীর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর তোমরা তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন করবে। তোমরা যদি তাদেরকে অপছন্দ কর তবে এমন হতে পারে যে, আল্লাহ যাত প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন তোমরা তাকেই অপছন্দ করছ।”[সূরা নসিা, আয়াত: ১৯]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে, রমযান মাসে রোযা রাখে, নিজের যটোনাঙা হফেযতে রাখে, স্বামীর আনুগত্য করে; তাকে বলা হবে: তুমি জান্নাতের যে দরজা ইচ্ছা হয় সে দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ কর।”[আলবানী ‘তখরজিল মশিকাত’ গ্রন্থে (৩২৫৪) হাদিসটিকে সহহি বলছেন]

আল্লাহই ভাল জানেন।